R. N. No. 2532/57 Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
একরঙকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ২রা কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
১৯শে অকটোবর, ১৯৭৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

মূল্যবৃদ্ধির অসহনীয় যন্ত্রণায় নিরানন্দ মহাসপ্তমী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ অকটোবর—আজ মহাসপ্তমী। দুর্গাপূজা। বাঙালীর জাতীয় উৎসবের শুরু। গতকাল ছিল দুর্গাষষ্ঠী, দেবীর আমন্ত্রণ অধিবাস। মণ্ডপে মণ্ডপে দেবী দুর্গতিনাশিনী অধিষ্ঠিতা হয়েছেন। এবার তিনি নৌকোয় আসছেন—শাস্ত্রমতে পৃথিবীর মানুষের কাছে এটা মঙ্গলের লক্ষণ। কিন্তু সত্যই কি তাই? সত্যিই কি মানুষ এবার পূজোর আনন্দে আত্মহারা? মোটেই না। আসুরিক শক্তিরূপী মুনাফাখোরদের কাছে দৈবশক্তিরূপী সাধারণ মানুষ আজ পরাভূত। কাপড়, তেল, ডাল, মশলা থেকে শুরু করে যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির চাপে মানুষের প্রাণ আজ ওষ্ঠাগত। মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে নাভিশ্বাস উঠছে। জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম মানুষের জীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে। সরকারের সমস্ত রকম হুঁশিয়ারী আর কঠোরতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ব্যবসায়ীর দল মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলছে। অত্যাচার, অনাচার আর দুর্নীতি সহ্য করে করে মানুষ আজ পর্যুদস্ত। বিবেকবুদ্ধি ও মনুষ্যত্ববর্জিত এক শ্রেণীর মানুষ বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে পূজোয় মোটা মুনাফা লুঠছে। তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে ধনহীন অসহায় আর এক শ্রেণীর মানুষকে। গ্রামাঞ্চলে কচু বিক্রির কিছু পয়সা চাষীরা ঘরে তুলেছিল।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অত্যাচারের গুনাগার ৪'৫০ লক্ষ টাকা

বিশেষ সংবাদদাতা : একদা এক বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রেণী পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, 'সমাজের সব থেকে বড় শত্রু কে?' একবাক্যে শ্রেণীশুদ্ধ উত্তর দিয়েছিল 'গোয়ালা, গোয়ালা'। পরিদর্শক কেমন যেন অবাক হলেন। হয়তঃ উত্তরটি তাঁর মনোমত হয়নি, অথচ সমস্বরে উত্তরটিও তাঁকে বিচলিত করেছিল। বাইরে এসে শিক্ষক মশাইদের জিজ্ঞাসা করে জানতে চেয়েছিলেন "গোয়ালাদের কি এখানে খুব অত্যাচার"? সেখানেও ওই একই 'হ্যাঁ' উত্তর।

এই যাদব বংশের যেখানে বসবাস সেখানকার প্রতিবেশী আশেপাশের মাঠ, ফসল আগলাতে একেবারে অতন্দ্রপ্রহরী। তাতেও কূল নেই। মারামারি-কাটাকাটি, খুন-জখম নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় ফসলের মরশুমে। আর দুধের বেলায়, আগে দিত দুধে জল, এখন দেয় জলে দুধ। শুধু জলের সাদাটা ভাব থাকলেই দুধ। আমরাও নিত্য তাই খাচ্ছি বাচ্চাদেরও খাওয়াচ্ছি। এ যেন আফিমের বদলে খুঁটির ময়লা গলধঃকরণে তৃপ্তি।

সারা রাজ্যের ক্ষতির পরিমাণ বলা সম্ভব নয়, তবে মুর্শিদাবাদ জেলার একটি চিত্র পাওয়া গিয়েছে। এঁদের গরু মোষ দিয়ে ফসল খাওয়ান এবং চুরি করে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শহরের বুকে চুরির হিড়িক, পুলিশ নিষ্ক্রিয়

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ অকটোবর—এক সপ্তাহ ধরে এই শহরের বুকে চুরির উপদ্রব চলছে। কিন্তু চুরি বন্ধ অথবা চোর ধরার ব্যাপারে পুলিশের কোন রকম তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। নাগরিকরা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। রাত্রির অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দুশ্চিন্তায় পড়ছেন, নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছেন না। গত এক সপ্তাহ ধরে একাধিক বাড়িতে চুরি হয়েছে অথবা চুরির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অনেকেই একজন লম্বা লোককে পালাতে দেখেছেন। সর্বশেষ চুরির ঘটনাটি ঘটেছে থানা থেকে ৫০ গজ আওতার মধ্যে দরবেশপাড়ার চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়িতে। থানা থেকে এত কম দূরত্বে চুরি হওয়ায় নাগরিকদের মনোবল একেবারে ভেঙে গিয়েছে।

আজ মহাসপ্তমী : ২ কার্ত্তিক বুধবার ১৩৮৪, ইং ১৯ অকটোবর, ১৯৭৭ পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯-২৭-১ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর সপ্তম্যাদি কল্পারম্ভ ও সপ্তমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।

আগামী কাল মহাষ্টমী : ৩ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৮৪, ইং ২০ অকটোবর ১৯৭৭ প্রাতঃ ঘঃ ৮-৩০-৫১ সেঃ মধ্যে মহাষ্টমী বিহিত পূজা সমাপনীয়া।

সন্ধি পূজা : প্রাতঃ ঘঃ ৮-৩০-৫১ সেঃ গতে ঘঃ ৯-১৮-৫১ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর সন্ধিপূজা সমাপনীয়া।

পরশু মহানবমী ও দশমী : ৪ কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৩৮৪, ইং ২১ অকটোবর, ১৯৭৭ প্রাতঃ ঘঃ ৬-৫৯-৩৭ সেঃ মধ্যে মহানবমী বিহিত পূজা সমাপনীয়া।

প্রাতঃ ঘঃ ৮-৩০-৭ সেঃ মধ্যে দশমী বিহিত পূজা সমাপনান্তে বিসর্জন। কুলাচারানুসারে বিশর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা।

বিধানসভায় সাগরদীঘি

বিশেষ প্রতিনিধি : মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে নবগ্রাম ও সাগরদীঘি থানায় প্রচণ্ড ওয়াটার লগিং-এর ফলে ধান-পাট পচে গিয়েছে এবং বহু লোক অর্ধাহার-অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। অবিলম্বে জেলা শাসককে বলে সেই সব অঞ্চলে খাবার না পৌঁছে দিলে বহু লোক মারা যাবে এবং মহামারী দেখা দেবে। সেইজন্য স্বাস্থ্য বিভাগকেও সক্রিয় সহযোগিতা করতে হবে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কাঁচা বাড়িগুলি যাতে পড়ে না যায় তার জন্য আগে থেকেই যুদ্ধকালীন জরুরী নজর দিন। সম্প্রতি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধর্ষণের পর খুন

অরঙ্গাবাদ, ১৬ অকটোবর—গত বুধবার সুতী পুলিশ নিমতিতা ও সজনীপাড়া ষ্টেশনের মাঝে একটি অড়হড়ের ক্ষেত থেকে শায়া-ব্লাউজ-শাড়ী পরিহিতা অপরিচিতা এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মহিলার ডান উরু এবং বুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। পুলিশের সন্দেহ, মহিলাটিকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। তদন্তের পর পুলিশ ৩০২ ও ৩৭৬ ধারায় হত্যা এবং ধর্ষণের একটি মামলা রুজু করেছে।

শ্লীলতাহানির ফলশ্রুতি

ফরাক্কা ১৬ অকটোবর—গত ১১ অকটোবর ফরাক্কা থানার অর্জুনপুর গ্রামে এক অশালীন আচরণকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের লড়াই শুরু হয়। ঘটনায় জানা যায় দু'টি মেয়ে ঐদিন সন্ধ্যারাতে বিড়ির হপ্তা আনতে বিড়িগ্রহণ কেন্দ্রে যায়। ফেরার পথে বিড়ি কেন্দ্রের কাছে তাড়ির আখড়া থেকে দু'জন যুবক বেরিয়ে আসে। তারা মেয়ে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা কার্ত্তিক বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল।

দেবী প্রসীদ

স্মরণাতীত অতীতে প্রসুপ্তা মহাশক্তির অকালবোধন ঘটাইয়া শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। যুগের পর অতিক্রান্ত হইয়াছে; শিবশক্তিসাধক বাঙ্গালী হিন্দু অকালবোধনে শারদীয়া দুর্গা পূজাকেই তাহার শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ এই পূজা আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙ্গালী-চিত্তকে কেন যে এত আলোড়িত করে, আর কেনই বা পূজার কয়েকটি দিনকে বৎসরের শ্রেষ্ঠ শুভদিন হিসাবে গ্রহণ করিবার মানসিকতা—তাহার কারণ অন্যত্র নিহিত।

আর্য আগমনের প্রাক্ যুগে তৎকালীন বঙ্গদেশবাসী মাতৃতান্ত্রিক ছিল। যুগের প্রবহমানতায় তাহার মাতৃপ্রাধান্যের ধারা আজিও এক ঐতিহ্যসূত্রী হইয়া রহিয়াছে। তাই দেবী দুর্গার মধ্য দিয়া সে একদিকে যেমন মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ করুণার সন্ধান পাইয়াছে, অপরদিকে তেমনি পূজার চতুর্থ দিনে দেবীর প্রস্থানে স্নেহলালিতা কন্যার শ্বশুরালয়ে গমনে বেদনাবিধুর বিরহরসপরিপ্লুত হইয়াছে। উভয় পরিপ্রেক্ষিত যেন স্নেহবাৎসল্যের সহস্রধারায় উৎসারিত এক পবিত্র পরিমণ্ডল। সর্বাসিদ্ধিদায়িনী দেবীর নিকট সন্তানরূপে বাঙ্গালীচিত্ত সরলপ্রাণে নির্দ্বিধায় যাহা চাহিবার চাহিয়াছে। ভক্ত চাহিয়াছে ঈশ্বরীমাতার যোগ্য সন্তানরূপ লাভ করিতে।

দেবীর সন্তান হইতে গেলে আসুরভাব ত্যাগ করিতে হইবে, আনিতে হইবে দেবভাব। আসুরভাবের প্রাধান্যে দেবভাবসমূহ মানসলোকে 'স্বর্গান্নিরাকৃতাঃসর্বে'। জাগতিক দম্ভ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার প্রভৃতি বিরুদ্ধভাবসমূহ জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনে বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। সাধকের নিয়ন্ত্রিত চিত্তবৃত্তি যেন 'অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্/একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা'—সেই বিরুদ্ধভাবসমূহ অর্থাৎ বিঘ্নরূপ দানবকুল বধ করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মায় মিলিত করে। মনের বিরুদ্ধভাবগুলি সেই সব অসুর এবং নিয়ন্ত্রিত চিত্তবৃত্তিতে লব্ধ প্রবল আত্মিক শক্তি সেই মহাশক্তি যাঁহার জাগরণ হৃদয়ের ঐকান্তিকতায় নিষ্ঠায় ও আত্ম সমর্পণে।

ইহা শক্তিসাধনার গূঢ়তত্ত্ব। বাঙ্গালী হিন্দুর প্রাণমন মাকে ডাকে, কন্যার রূপ দেখে। যে যেমনই ডাকুক, যে যেমনই দেখুক, সবই তন্ময়তাময় এবং ভাবাবেগপ্লুত।

সাধারণের জীবনধারণ সমস্যা সুতীব্র। প্রতিদিনের সামান্যতম প্রয়োজনটুকু মিটাইবার সাধ্য প্রতি হাজারে একজনের আছে। বাকী আর সকলের শুধু দিন যাপনের গ্লানি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিকারহীন। একদা শুনা গিয়াছিল কয়েকমাসের মধ্যে দ্রব্যমূল্য নামিবে এবং হিসাব অনুসারে তাহা এই পূজার সময় হয়। দর কমে নাই বরং চড়িয়াছে। আবার শুনা গেল আগামী বৎসর মার্চের দিকে দর কমিবে। ইহা যদি এক মৃগতৃষ্ণিকা হয়ও, তবু বাঙ্গালী হিন্দু চিরাচরিত নিয়মেই প্রার্থনা করিবে—

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরি দেবি চরাচরস্য।

মহাপূজার শুভ প্রথম দিনে আমরাও সকলের কল্যাণ কামনায় এই প্রার্থনা করিতেছি।

এ দৈন্য মাঝারে

—সুদাস মালী

আমরা ইতিহাসের একটি জটিল অধ্যায়ের অথবা কঠিন সঙ্কটক্ষণের মধ্য দিয়ে চলেছি—এই ধরনের উক্তি আমরা প্রায়ই উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে শুনে থাকি। আমাদের জনপ্রিয় দেশনায়ক-নায়িকার এই উচ্চকণ্ঠ প্রচারনায় স্বভাবতই আমাদের চিন্তাশক্তি প্রবুদ্ধ হয়, আমরা বিচলিত হই এবং ইতিহাসের বা সময়ের চেতনা লাভাস্রোতের মতো আমাদের ঝল্‌সে দিয়ে যায়। কিন্তু, মূলতঃ এটি তাৎক্ষণিক একটি অনুভব মাত্র। সন্দেহ হয়, আমাদের চিন্তাশক্তি বুঝি মুহূর্তের একটি স্নায়বিক বিলাস।

কিন্তু, যদি এমন হয় কোনো শাখা জটিল সঙ্কটের মধ্য দিয়ে একটি দুটি মানুষ অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে, তাহলে তার ইতিহাস চেতনা কিংবা সাময়িক অভীক্ষা কেমন হবে? এই রকম একটা প্রশ্ন আমাকে প্রায় অবশ করে ফেলে যখন নুরজাহানকে দেখি। কবি শেলী পড়েছিলেন কাঁটায়, এই মেয়েটি পড়েছে আগুনে; পুড়ছে অথচ মরছে না—কি করে কোন্ কৌশলে সে আগুনের আঁচ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, জানি না। শুধু জানি ও বেঁচে আছে।

নুরজাহানের বয়স এখন কুড়ি-একুশ। বাবা-মার কথা ওর মনে পড়ে না। ওরা কবে পরপারে চলে গেছে, ওদের ঝাপ্‌সা স্মৃতিও ওর সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে নেই। দিদিমাকেই ও মা বলে; মামার কাছে মানুষ। ওরা না থাকলে স্রোতের কুটোর মতো ওরা কোথায় ভেসে যেতো, কে জানে। নুরজাহান দিদিমা আর মামার কাছে চিরঋণী, চিরকৃতজ্ঞ।

অনেক বাধা-বিপত্তির বেড়া টপকে শেষ পর্যন্ত ও স্কুল-প্রাঙ্গণে আসতে পেরেছিলো; স্কুল ফাইনাল পাস করলো। পারিবারিক মর্যাদা—(ধর্মানুশীলন, পর্দা ইত্যাদি) অক্ষুণ্ণ রেখে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে পি ইউ পেরিয়ে গেল। এই সময়, একমাত্র বোনকে নিয়ে ও দিদিমা-মা, আত্মীয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো—মায়ের সামান্য কিছু জমিকে সম্বল করে। শুরু হলো সংগ্রাম; নিজে পড়তে হবে, বোনকে পড়াতে হবে—আর বাঁচতে হবে। অতএব জমিটুকুর পরিচর্যা, বোনের তত্ত্বাবধান, ট্যুইসানি, পড়াশুনা—সব কিছুই একটা সামাজিক বৃত্তের মধ্যে চলতে লাগলো। বি এ পার্ট ওয়ান পাস করলো ও, বোন পাস করলো স্কুল ফাইনাল। এবার কঠিন দায়, বোনের বিয়ে। বোনের? কেন, নিজের না?

নুরজাহান বলেছে, না, বোনেরই বিয়ে দিতে হবে। মা নেই, বাবা নেই,—আমিই তো ওর অভিভাবিকা। ওর বিয়ের দায়িত্ব তো আমার, একমাত্র আমারই। আশ্চর্য, নুরজাহান ভালো ঘরে বোনের বিয়ে দিয়ে দিল। কি আনন্দ ওর চোখে মুখে ঝিকিয়ে উঠেছে! বলেছে, এবারে নিশ্চিন্তে পার্ট-টু পরীক্ষা দেওয়া যাবে। পরীক্ষা দেওয়া যায়নি। ওর অনলস সাধনা ব্যর্থ হয়েছে জঙ্গিপুর কলেজের তোরণদ্বারে। কারা যেন পরীক্ষার হলে ওকে ঢুকতেই দেয়নি। আর, তার কিছুদিন

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মায়ের সঙ্গে আড়ি

(১)
পাষাণের বেটী পাষাণী দুর্গা
আসিছে আবার বঙ্গে,
ছাড়াছাড়ি নাই এবার ঝগড়া
করিব মায়ের সঙ্গে।

(২)
মুখ চেয়ে আর বলিব না কথা
বলিব এবার স্পষ্ট—
তোর আগমনে সুখ পাব কি মা,
বেড়ে উঠে আরো কষ্ট।

(৩)
যখন আমার বয়স ছিল মা—
পঞ্চ ষষ্ঠ বর্ষ,
প্রতিমা গড়িতে কারিগর এলে
হতো মনে কত হর্ষ।

(৪)
পাঠশালে যবে পাড়তাম আমি
তখনও হতো আনন্দ;
বেশ মনে আছে, হইতাম খুসি
পাঠশালা হ'লে বন্ধ।

(৫)
সংসার-ভার যত দিন হ'তে
দিয়েছো আমার স্কন্ধে
আনন্দময়ীর আগমনে আমি
ডুবে থাকি নিরানন্দে।

(৬)
বৃক্ষ আছে ফল ধরে না তাহাতে,
ভূমি আছে নাই শস্য,
এদিকে কিন্তু দিয়েছ আমারে
অনেকগুলিন পোষ্য।

(৭)
ধনীদের দেখে খাওয়া পরা চায়,
হ'তে চায় সবে সভ্য,
কাঙাল যে আমি কেমনে জুটাই
তাদের বিলাস দ্রব্য!

(৮)
কৈলাসেতে থাকো গায়ে ছাই মাখো,
পরনে বাঘের চর্ম,
আসিয়া মাতাও বিলাসের ঢেউ
বুঝি না ইহার মর্ম।

(৯)
তুই মা দুর্গা ধনীর জননী
বৃথা তোর সনে তর্ক
কাঙালের আর উচিত নয় মা,
তোর সনে সম্পর্ক।

(১০)
মা, মা, বলিয়া ডাকিব না আর,
আড়ি দিনু তোর সঙ্গে,
বলিব—দেহান্তে দুখান্ত করো মা
পতিতপাবনী গঙ্গে।

—দাদাঠাকুর

মুক্তিসূর্য্যের পুনরভ্যুদয়

পথচারী

রাজনীতিক বনবাস শেষ করে শ্রীমতী গান্ধী আসরে নেমে পড়েছেন। গত নির্বাচনে কংগ্রেস ঝেড়ে সাফ হয়ে যাবার পরে অনেকেই আশা করেছিলেন শ্রীমতী গান্ধী রাজনীতি থেকে, অন্ততপক্ষে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে, সরে যাবেন। কিন্তু এই আশা মিথ্যা প্রমাণিত হল।

এ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হোল—সময়। রাজনীতিক আসরে নামার জন্য শ্রীমতী গান্ধী এমন একটা সময় বেছে নিয়েছেন যা তাঁর অসাধারণ সময় জ্ঞান তথা রাজনীতিক কুশলতার পরিচয় দেয়। আর এটাও প্রত্যক্ষ যে তাঁর উপস্থিতিতে হতোৎসাহ কংগ্রেস কর্মীদের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে এবং জনতা দলে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। হরিদ্বার যাত্রার সময় রাস্তায় রাস্তায় যে সম্বর্ধনা তিনি পেয়েছেন এবং হরিদ্বারে তাঁকে যেভাব সম্বর্ধনা জানান হয়েছে, তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে তাঁর জনপ্রিয়তা এখনও অটুট র'য়েছে। তিনি এখনও বিস্ফোরণ ক্ষমতা রাখেন, নিবে যাওয়া বারুদের খোলমাত্র তিনি নন। জনতা দলের দুর্ব্বলতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং লক্ষহীনতা যখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে তখনই তিনি আসরে নেমেছেন এবং আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতেই এগিয়ে চলেছেন।

জনতা দলের মারাত্মক আভ্যন্তরিক কলহ, সুষ্ঠু আর্থিক নীতির অভাব, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতার অভাব, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিরোধে সরকারের ব্যর্থতা এবং অর্থনৈতিক অপরাধীদের দমনে সরকারের অনীহা জনতা দলের প্রতি জনতার আস্থা নষ্ট করে দিতে বাধ্য করছে।

জনতা দলের অন্তর্কলহ এমন একটা স্তরে পৌঁচেছে যে মোরারজী দেশাই, চন্দ্রভানু গুপ্ত তথা— চন্দ্রশেখরকে বার বার পূর্ব পরিচয় ভুলে একাত্ম হতে আহ্বান জানাতে হচ্ছে। নন্দিনী শতপথী যখন শুভেচ্ছা সফরে বাইরে ছিলেন তখন তাঁর গৃহে হলো তল্লাসি এবং ফিরে আসা মাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোল। এ ঘটনায় চন্দ্রশেখর, মোরারজী দেশাই এবং বাবু জগজীবন রাম নিজেদের অসন্তুষ্টির কথা পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করেছেন। শ্রীমতী শতপথী এ ঘটনার পিছনে বিজুপট্ট নায়কের অদৃশ্য করস্পর্শের ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে বদলা নেবার জন্য তাঁর প্রতি এরূপ দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে জনতা দলের শরীকদের মতভেদ ও অন্তর্কলহ আজ প্রকাশ্য আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিহারে জনতা সংসদীয় দলের বৈঠকে জনতা সদস্যরাই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন এবং এঁদের কাণ্ডকারখানা দেখে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ পর্য্যন্ত প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে নিজের ক্রোধ ও আশা ভঙ্গের ইঙ্গিত দিয়েছেন। জনতা দলের একতা আজ পরিহাসে পরিণত হয়েছে।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে সরকারের ব্যর্থতা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট। মিসা তুলে দেওয়া তো হয়ইনি, উল্টে কিছু জনতা নেতা মিসা আইন বলবৎ রাখার পক্ষে স্পষ্ট ওকালতি করেছেন। তাঁদের মতে মিসা ছাড়া নাকি অপরাধ দমন করার অন্য কোন উপায় নেই। সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনকে বাতিল করার প্রতিশ্রুতি বাতিল হয়ে গিয়েছে। এখন বলা হচ্ছে ৪২ তম সংশোধন বলবৎ থাকবে, কিন্তু বিধানে কিঞ্চিৎ সংশোধন করা হবে।

গদিতে বসার প্রাক্কালে জনতা নেতাগণ শ্রীজয়প্রকাশের নেতৃত্বে গান্ধীঘাটে গান্ধীজীর স্মারকের সামনে শপথ গ্রহণ করেছিলেন—অনাড়ম্বর জীবনযাপনের। কিন্তু আজ মন্ত্রীদের আচরণে কি কোন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি? রাষ্ট্রপতি মহোদয় কার্য্যভার গ্রহণের প্রাক্কালে ঘোষণা করেছিলেন, উদাহরণ উপর মহল থেকেই শুরু হওয়া উচিত। মন্ত্রীরা কিন্তু আজও সম্পত্তির বিবরণ প্রকাশ করেননি। আজও তাঁরা মন্ত্রীদের বাংলোতেই থাকছেন। চাকর-মালীর ঠাঁট-বাট তাঁরা পরিত্যাগ করেননি। অনেক মন্ত্রীর প্রাক্তন বাহন ছিল সাইকেল। আজ তাঁরা গাড়ীতে ভ্রমণ করেন। মন্ত্রী রাজ-নারায়ণের খাতিরে বারাণসীতে আধ ঘণ্টারও বেশী সময় ট্রেন দাঁড় করান হোল। মন্ত্রী ব্রিজলাল ভর্মা দক্ষিণ আমেরিকা থেক প্রত্যাবর্ত্তন করে

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

Govt. of West Bengal
Office of the District Magistrate, Murshidabad
M. V. Department

NOTICE

Under section 57 of the Motor Vehicles Act, 1939 read with sub Rule(b) of rule 57 of the Motor Vehicles Rules, 1940, It is notified that the folling permit holders have applied for grant of renewal to the permits held by them against the vehicles noted against each. Representation/objection, if any under rule 57 of the M. V. Rule 1940 in this connection will be received in the office of the undersigned up to 12-00 noon of 31st October, 1977.

The dare, time and place of meeting at which the application and representation received, if any will be considered, will be notified in due course.

Sl. No.	Name & Address of	Vehicle No.	Route
1.	Shri Gouri Sankar Chowdhury	WGQ-912	Berhampore to Gopalpurghat Via Domkal.
2.	Shri Ranjit Saha & Pranojit Saha	WGQ-1007	Berhampore to Gopalpurghat Via Raninagar & Sk. para.

Sd/- S, K. Dutta.
Regional Transport Officer,
Murshidabad.

Issued by the District Information & Public Relations Officer, Murshidabad.

মুক্তিসূর্য্যের পুনরভ্যুদয়

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আইন লঙ্ঘন করতে পিছপাও হননি। দেশে চিকিৎসার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতিকে চিকিৎসার জন্য আমেরিকা পাঠান হোল। এই তো জনতা মন্ত্রীদের কথা আর কাজের নমুনা!

আইন শৃঙ্খলার উন্নতি তো চুরি ডাকাতি আর হরিজন নির্য্যাতনের বহর দেখেই বোঝা যায়। হরিজন নির্য্যাতন এমন স্তরে পৌঁছেচে যে বাবুজীকে বারবার হুঁশিয়ারী দিতে হচ্ছে। বাবুজী পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন—জনতা দল ক্ষমতায় আসার পর হরিজনের ওপর অত্যাচারের ঘটনা বেড়ে চলেছে। পর মুহূর্ত্তেই চৌধুরী চরণ সিংজী পরিসংখ্যান ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেয়েছেন বাবুজীর অভিযোগ সত্য নয়। আজ বড় সহরের গলিতে গলিতে স্মাগলিং করা দ্রব্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে সরকারের প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে গৃহিণীদেরকেও আজ প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নামতে হয়েছে। শ্রীমতী মৃণাল গোরের নেতৃত্বে গৃহিণীদের আন্দোলন এরই এক নিদর্শন। সরকার ক্ষমতায় এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ৫ মাসের মধ্যে দ্রব্যমূল্য কমানো হবে। আজ ৬ মাস পার হয়ে গেল এবং এর মধ্যে দ্রব্যমূল্য কমা তো দূরের কথা, উল্টে ৫০% থেকে ১০০% বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছে। ব্যবসাদার ও পুঁজিপতিদের অবাধ লুণ্ঠন দমনে সরকার ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এখন আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে আগামী বাজেট পেশের সময় পর্য্যন্ত মূল্যস্তর কমান হবে। যেন এর মধ্যে সরকারের হাতে জাদুদণ্ড এসে যাবে যার ছোঁয়ায় দাম আপ্‌সে নেমে আসবে। তুলোর দাম যখন অত্যন্ত কম তখন মিলমালিকরা কাপড়ের দাম ১০% থেকে ২৫% বৃদ্ধি করেছে। পূজো মরশুমে এই বৃদ্ধির হার কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভুক্তভোগীরা এখনই তা অনুমান করতে পারছেন।

দুর্নীতি দমনে চৌধুরী চরণ সিংজী বদ্ধ পরিকর। দুর্নীতি দূর তিনি করবেনই। নন্দিনীকে গ্রেপ্তার করা হোল—তিনি নাকি অসৎ উপায়ে ৫ লাখ টাকা কামিয়েছেন। এদিকে তেলের ব্যবসায়ীরা নির্লজ্জভাবে সাধারণের পকেট কেটে কোটি কোটি টাকা মুনাফা কামিয়ে নিল তার বেলায় সরকার বোবা। তেলের অভাব দূর করতে সরকার ৫৪০ কোটি টাকার তেল আমদানির জন্য ২০০০ লাইসেন্স মঞ্জুর করেছিলেন। ব্যবসায়ীরা সর্ব্বসাকুল্যে ৩০ কোটি টাকার তেল আমদানী করেছিল। কোন কোন ব্যবসায়ী তেল কিনে দেশের বাইরেই বিক্রী করে মোটা মুনাফা কামিয়ে নিল। ২৭শে জুন বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীমোহন ধারিয়া লোকসভায় ঘোষণা করলেন, বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি সম্বন্ধে সি বি আই এ বিষয়ে তদন্ত করবে। এখন শোনা যাচ্ছে সি বি আই নাকি অন্যত্র ব্যস্ত, তাই এ বিষয়ে বিভাগীয় তদন্ত করা হবে। প্রবুদ্ধ নাগরিকরা জানেন বিভাগীয় তদন্তের অর্থ তদন্ত না করার অছিলা মাত্র। মনে পড়ে সেদিন মাত্র ৭০ লাখ টাকার লাইসেন্স কেলেঙ্কারী আর তুলমোহন রামকে নিয়ে বর্ত্তমান নেতারা চিৎকারে আসমান মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। আজ তাঁরাই বোবা-কালা। আজ যদি সাধারণ ব্যক্তি পুঁজিপতি আর জনতা সরকারের মধ্যে গোপন আঁতাতের সন্দেহ করে, তবে অন্যায় হবে কি? জনতা সরকার ভুলে যাচ্ছেন তাঁরা আগুন নিয়ে খেলা করছেন। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন সঞ্জয়-মারুতি আর তদন্ত কমিশন দিয়ে বেশী দিন জনতাকে ভাঁওতা দেওয়া সম্ভব হবে না।

এমনই একটা সময়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাজনীতির আসরে পূর্ণোদ্দমে নেমে পড়েছেন। বারবার তাঁর উপহাস—জনতা সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করুক—জনতার মনে জনতা সরকারের শক্তিহীনতার সন্দেহকেই ঘনীভূত করে তুলছে মাত্র। ইন্দিরার সম্বর্ধনার রমরমা দেখে জনতা সরকার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন হাওয়া কোন ধারে বইছে। কংগ্রেস সরকারের কুশাসন আর দুর্নীতির বস্তাপচা পুরোনো বুলি ছেড়ে জনতা সরকার এটা মনে রাখলে ভাল করবেন: Public memory is proverbially short.

নিঃশেষ হওয়ার আগেই
সংগ্রহ করুন
শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ
মূল্য দু'টাকা ॥ এজেন্ট কমিশন ২৫%
বাৎসরিক গ্রাহকদের জন্য দেড় টাকা।

Govt. of West Bengal
Office of the District Magistrate, Murshidabad
M. V. Department

NOTICE

As required under section 57 of the M. V. Act, 1939 it is notified for the information of all concerned that valid application from the owner of the vehicle noted below has been received for the grant of permanent stage carriage permit in respect of the route Berhampore to Natial via Domkal, Jalangi & Sagarpara.

Sl. No.	Name & Address of the applicant	No. of Vehicle	Name of the route in respect of which permanent permit has been applied for
1.	Sm. Nirupama Paul W/O Sri Santosh Kumar Paul 26/1 Goalpara Lane Gorabazar, Dist. Murshidabad.	WGQ 1315	Berhampore to Natial via Domkal, Jalangi & Sagarpara.

Representation/objection, if any in this connection will be received in the office of the undersigned upto 12-00 noon on 31. 10. 77. The date and time of the meeting at which the application and representation received, if any will be considered, will be notified in due course.

Sd/- S. K. Dutta.
Regional Transport Officer,
Murshidabad.

Issued by the District Information & Public Relations Officer, Murshidabad.

ভাতা দানে কুণ্ঠিত সরকার সদয় অনুদানে

ধ্রুব চৌধুরী ঃ সাম্প্রতিককালে পঃ বঃ সরকারের উজাড় করে ঢালাও অনুদান পর্ব ঘোষিত হয়েছে। রাজ্য-পাট হাতে নেবার সময় যে ভাঁড়ারে 'ভাঁড়ে মা ভবানী' বলে পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হয়েছিল, হঠাৎ তিন মাসেই হাল পালটিয়ে একেবারে ভাঁড়ারের রম-রমা অবস্থা। পূর্বতন সরকারের মঞ্জুরিকৃত বর্দ্ধিত মাগ্‌গী ভাতা গত মার্চ্চের ২৪৲ দিতে কুণ্ঠিত হলেন শিক্ষকদেরকে যে সরকার, তাঁরা এত সদয় কেন হয়ে উঠলেন পূজোর প্রাক্‌কালে? কারণ ওই একটি—গৌরী সেনের টাকা, নিজে হাতে অনুদান দিয়ে হাত করে রাখা। রাজ-কোষ যেথা শূন্য প্রায়, মাথা ঘুরে বন্ বন্ বিনিদ্র রজনী কাটে চিন্তায়, কি করা যায়, কি করা যায়। দরদ উথলি উঠে আজি, ভরে দিনু তব সাজি শত মুদ্রা অনুদানে।

এই ধরনের অনুদানকে উৎকোচ বলা কি অসঙ্গত হবে? উৎপাদন কাজে যাঁরা সহায়ক সেই কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বোনাস বা লভ্যাংশ অবশ্যই প্রাপ্য, কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান লোকসান দিচ্ছে তাদের কর্মীরাও বোনাস বা লভ্যাংশ পাবেন। তবে একটি কথা বেশ পরিষ্কার হলো, লোকসানেও লভ্যাংশ হয় বা থাকে। অপূর্ব নজির! আর যাঁরা সন্তান উৎপাদনে পারদর্শী তাঁদেরও কেন বঞ্চিত রাখা? তাঁদের ছেলে মেয়ে-দেরও আমোদ আহ্লাদ দরকার পূজোতে। তবে বঞ্চিত কেন চরণে?

কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে সাহস পান না, রাজ্য সরকার আমাদের অকুতোভয় সেখানে। গৌরী সেন আছেন। নামকে ওয়াস্তে অভ্যাস খারাপ হলে গোপালের আর তার মাসির কথা স্মরণে থাকে যেন। সময় বা কাল পারটি পলিটিকসকে ক্ষমা করবে না কখনো।

এ দৈন্য মাঝারে

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

পরে, ওর আত্মীয়েরা বাড়ি থেকে ওকে উৎখাত করেছে। ঐ বাড়িটায় নাকি ওর মায়ের কোনো অংশ নেই। অতএব ...নুরজাহান আরেক আত্মীয়ের কয়েক গজ মাটি আঁকড়ে এখন পড়ে আছে। পড়ছে, পড়াচ্ছে—ছিন্ন পাতায় তরণী সাজিয়ে ও এখন একা-একা খেলা করছে। এই আন্‌মনা-দিক্ বালিকাকে দেখে আসুন, মোরগ্রাম ষ্টেশনের কাছে বোথারা গ্রামে।

বান নেই, ঘর ভাঙ্গেনি, কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি যে সব এলাকা সেখানে ক্যাডারের মাধ্যমে বিনামূল্যে গম খাওয়ানর উদ্দেশ্য কি হাতে রাখা নয়? গরু পিছু পাঁচ কেজি (সংখ্যায় ১২টি) বিচালী একবার দিয়ে গরীব গৃহস্থকে হাতে করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে মনে হয় না। যে গো-পালক ৩৬৪ দিন পেরেছে, সে কি আর একদিনের গোরুর খাবার যোগাড় করতে পারত না।

লেখক কোন রাজনীতি দলভুক্ত নয়। ভারতের একজন স্বাধীন নাগরিক সে। অনুদানের তহবিলে তারও কিছু দেয়া আছে, সে যে আকারেই হোক, রাজস্ব বা অন্য কোন খাতে। ভারতের অন্য রাজ্য 'ফলো' করুক পঃ বঙ্গের এই অনুদান অধ্যায়কে।

পঃ বঃ আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে নেয় সবে উপহার
নাম তার 'অনুদান'
ভোটের সময় আসবে যখন,
অহরহ মনে জপিও তখন,
এ ফ্রন্ট বামেরই গান।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ : গত বুধবার ইউথ ক্লাব আয়োজিত কমলাকান্ত বড়াল স্মৃতি শীল্ড ও দাদাঠাকুর স্মৃতি কাপ-এর একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতায় রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ ক্লাব ও তড়িৎ সংঘ যথাক্রমে বিজয়ী ও বিজিতের সম্মান লাভ করে। ১৬ বছর বয়স ও ৫'-২" উচ্চতা সম্পন্ন খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রতিযোগিতাটি নিদ্দিষ্ট ছিল।

অফিস লীগ ফুটবল ঃ গত ১৫ অক্টোবর স্থানীয় এস ডি ও কোর্ট মাঠে মহকুমা অফিস লীগের লীগ-কাম-নক-আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে জঙ্গিপুর পুরসভা ৪—০ গোলে মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত কোরে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। খেলায় পুরসভার প্রহ্লাদ দত্ত শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বাস দুর্ঘটনা, আহত ১৪

ফরাক্কা, ১৫ অক্টোবর—গতকাল সন্ধ্যার পর রাত প্রায় সাতটায় উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহনের শিলিগুড়ি-বহরমপুর যাত্রীবাহী বাস (নং ডবলিউ-জি-টি-১৪১২) এখান থেকে সাত কিলো-মিটার দূরে জাফরগঞ্জ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পেছনে একটি গর্তের মধ্যে পাল্‌টি খাওয়ায় চৌদ্দজন আঘাত পায়। এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা খারাপ। একজনের কান কাটা যায়, অপর জনের হাত ভাঙ্গে। দুর্ঘটনার সাথে সাথেই ট্রাফিক জ্যামের জন্য সারিবদ্ধ লরির চালক এবং ওখানকার যুবকরা উদ্ধার পর্ব কাজ শুরু করে। আহত যাত্রীদের এবং গমনেচ্ছুদেরও একটি ডোমকলগামী রিজার্ভ বাসে (স্বর্ণলতা) করে ধুলিয়ান ষ্টেশন অবধি যাওয়ার ব্যবস্থা করে। যাত্রী ছিল প্রায় শতাধিক। অন্যান্যেরা ওই বিদ্যালয়ে আশ্রয় নেয়। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করে যুবকরা।

বাড়ী বিক্রয়

তিনখানি ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম আলাদা, জলের সুন্দর ব্যবস্থাসহ আনুমানিক আড়াই শতক পরিমাণ বাড়ী (রঘুনাথগঞ্জ ফাঁড়ির দক্ষিণ দিকে) সদর রাস্তার উপর বিক্রয় আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন :—

শ্রীকালিদাস বড়াল
৮৫নং পাঠবাড়ী লেন
কলকাতা—৩৫

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

Phone :- Farakka 24
ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

অন্ধকারের বিভীষিকা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর—জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন এলাকা ইদানীং যাত্রীদের, বিশেষ করে মহিলা যাত্রীদের রাত্রে যাতায়াত ও চলাফেরার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কারণ সমাজবিরোধীদের উৎপাত। রাত্রের ট্রেনে যাঁরা মহিলা-দের নিয়ে নামেন বা ওঠেন, দুর্বৃত্তরা তাঁদের লক্ষ্য করে অশালীন মন্তব্য করে এবং অযথা বিব্রত করে। তার উপর অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ তো আছেই। এদের দৌরাত্ম্যে এলাকাটি অন্ধকারের বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে এবং যাত্রীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। এ অভিযোগ কয়েকজন সরকারী অফিসারের।

প্রতিশ্রুতির মর্যাদা

ধুলিয়ান, ১৭ অক্টোবর—ধুলিয়ান শহীদ নলিনী ভ্রাতৃ সংঘ প্রস্তাবিত বাসযাত্রীদের বিশ্রামাগার তৈরীর কাজ শুরু করেছেন। এর ফলে তাঁদের বাসষ্ট্যাণ্ড নির্মাণের প্রতিশ্রুতি মর্যাদা লাভ করতে চলেছে। জায়গার জন্য পূর্ত বিভাগের টালবাহানায় বিশ্রামাগারটি তৈরীতে অনেক দেরী হয়েছে। বহু চেষ্টাচরিত্র করে তিনটি শর্তে বিশ্রামাগারটি তৈরীর জন্য জায়গা পাওয়া গিয়েছে। শর্তগুলি হল : ইচ্ছাসাপেক্ষে অথবা প্রয়োজন বোধে যে কোন সময় পূর্ত বিভাগ বিশ্রামাগারটি ভাঙতে পারেন, তৈরীর পর পূর্ত দপ্তরকে হস্তান্তর করতে হবে এবং পূর্ত দপ্তরের পরিকল্পনা মত এটি তৈরী করতে হবে। সেই মত তৈরী হচ্ছে। আগামী ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মধ্যে এটি উদ্বোধন করে বাসযাত্রীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হবে বলে সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ব্যাঙ্কে লকারের সুযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা সেনট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের জঙ্গিপুর শাখায় ৬ অক্টোবর থেকে লকার খোলা হয়েছে। প্রথম দিন ৩ জন কাসটোডিয়ান লকার বুক করেছেন। এই ব্যাঙ্ক জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম লকারের সুযোগ দিল। এক সাক্ষাৎকারে ব্যাঙ্কের শাখা ম্যানেজার পুষ্পিতারঞ্জন মুখারজি এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, ব্যাঙ্কটি রিজারভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত। এবং সমবায় প্রথায় বিভিন্ন রকমের ঋণ ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত আমানতের আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা এই ব্যাঙ্ক থেকে দেওয়া হয়।

ভুলের মাশুল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউ ফরাক্কার মোড়ে ২৪ সেপটেমবর আর এস পির সমর্থকদের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে ট্রাক চালকের মারপিট সম্পর্কে পুলিশ সূত্রের একটি সংবাদ জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশের ফলে ফরাক্কায় প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। কারণ, পুলিশের মেসেজে ভুল খবর পাঠানো হয়েছিল। আসলে সেদিন ফরাক্কায় সি পি এম-এর কনভেনসন ছিল এবং সি পি এম সমর্থকদের সঙ্গে ট্রাকচালকের মারপিট বাধে। ভুল তথ্য পরিবেশনের ফলে ফরাক্কা থানা ঘেরাও করা হয়। এ খবরটিও পুলিশ সূত্রের।

অত্যাচারের গুনাগার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কেটে খাওয়ানর ব্যাপারে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা। অথচ আমরা উদাসীন, উদাসীন আইন নিয়ন্ত্রণকারীরা এবং সরকারও। এদের ছলা-কলার কাছে বাঘা বাঘা পুলিশও যেন 'বিলাইয়ের ছা'। বেড়ালের যদি থাকে 'নাইন লাইভ্‌স' তবে এদের অন্ততঃ...কত হবে? বলতে পারলাম না। দুটি হাত এরা প্রয়োজনবোধে প্রতিপক্ষের অঙ্গে দু' জায়গায় দিতে দ্বিধা করে না। প্রয়োজনে এদের কাছে অন্যায় বলে কিছুই নেই। সবই ন্যায়।

দেখা যাবে বিরাট এক লাঠি কাঁধে গোয়ালা ষ্টাইলে কাপড় পরে বিরাট এক গো-পাল নিয়ে চলেছে সড়ক ধরে। সব গরু দুধ ভাল দেয় না। বড় জোর দু' সের থেকে আধসের। গরুর বাছুরই (এঁড়ে হলে ভাল) লক্ষ্য, দুধ যাই হোক। সমাজ-বিজ্ঞানী আর দেশের সরকার অনেক কিছুই ক্ষতিয়ে দেখছেন, প্রেসক্রিপশন বাতলাচ্ছেন উন্নতির। এদের বেলায় দেখাও বোধ হয় অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না; অত্যাচার করে কিন্তু এদের অনেকেরই দু'বেলা অন্ন জোটে না। আর আর্থিক দুর্গতির জন্য এদের জোয়ান জোয়ান ছেলেরা বিভিন্ন সমাজবিরোধী কাজে প্রলুব্ধ হয়, যতদিন গায়ে 'ক্ষ্যামতা' থাকে। মুর্শিদাবাদের এই অবস্থা দেখে পঃ বঙ্গের ষোলটি জেলায় এদের দিয়ে ফসল ক্ষতির হিসেব কষে যে কেউ দেখতে পারেন।

নিরানন্দ মহাসপ্তমী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাও ভাত-কাপড়ের সংস্থানে শেষ হয়েছে। পুজোর কেনাকাটা হয়নি। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব তাই আজ আনন্দমুখর নয়। মা এসেছেন অভাব আর দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় দগ্ধ সন্তানের গৃহে। আজ মহাসপ্তমীর মণ্ডপে দাঁড়িয়ে বড় বেশী করে মনে পড়ছে সেই কথাটা—'সব যন্ত্রণা যেমন এক ধরনের হয় না, তেমনি অসহায় যন্ত্রণারও কোন তুলনা হয় না।' মনে পড়ছে অর্থনীতির কথা : অবাধ ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারে প্রতিটি ক্রেতার মধ্যে যদি যথেচ্ছ ও অবাধ ব্যয় করার অধিকার থাকে, তবে বাজার দর নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না।' তাই তো মহাসপ্তমী আজ নিরানন্দ মূল্যবৃদ্ধির অসহনীয় যন্ত্রণায়, মহাপূজো আজ অতুলনীয় যন্ত্রণায় মুহ্যমান।

বিধানসভায় সাগরদীঘি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাজ্য বিধানসভায় নবগ্রামের এম এল এ বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় স্পীকারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ও ত্রাণমন্ত্রীর কাছে এই মর্মে এক আবেদন রেখেছেন। সরকারী সূত্রে জানা গেছে, বন্যাক্লিষ্ট এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিলি করা হয়েছে এবং মহামারী প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্লীলতাহানির ফলশ্রুতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দুটিকে দু'একটি কথা বলে এবং তাদের গায়ে হাত দিয়ে শ্লীলতাহানি করে —মেয়ে দু'টির এই অভিযোগে তাদের অভিভাবক স্থানীয় দু'জন কিছু গ্রামবাসী মিলে যুবক দু'টিকে চড়-থাপ্পর দেয়। পরে সকলের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটি থেমে যায়। এর কিছু পরেই যখন সংশ্লিষ্ট অভিভাবকস্থানীয় দু'জন দোকানে বসে চা খাচ্ছিল, তখন মার খাওয়া যুবক দুটি আরো অনেকের যোগ সাজসে সেখানে এসে তাদের টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায়, একটি ঘরে ঢুকিয়ে বেদম প্রহার করে এবং তালাবন্ধ করে রাখে। এই ব্যাপারটি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামের দু'পক্ষের তুলকালামিতে পরিণত হয়ে রূপান্তরিত হয় রেলের পাথর বর্ষণে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। একটি অভব্য অশালীন মনোবৃত্তির ফলাফল শেষ পর্যন্ত নাকি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের রূপ নিতে চলেছে বলে অনেকের ধারণা।

২রা অক্টোবর উদ্বোধন হয়েছে

গান্ধী স্মারক-নিধি

খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া

গান্ধী জয়ন্তী ও পূজা উপলক্ষে

বিশেষ রিবেট ঃ

১) খাদি ৩০% ২) রীল্ড সিল্ক ১০% ৩) স্পান সিল্ক ২০%

বিভিন্ন প্রকার খাদি বস্ত্র, ছাপা সিল্ক শাড়ী, গরদ শাড়ী, গরদ থান, তসর, মটকা, কেঠে, বাপতা ইত্যাদি।

আপনারা আজই যোগাযোগ করুন।

প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে ২-১০-৭৭ হইতে ১৯-১০-৭৭ ও ৭, ৮, ৯ ও ১১ নভেম্বর '৭৭ পর্য্যন্ত উক্ত রিবেট দেওয়া হইবে।

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?

তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।

কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?

আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।

জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।